R. N. No. 2532/57

Phone No. RGG.112

Regd No.—WB/MSD—4

ফ্রান্স-এর সহযোগিতায় তৈরী
সারদা বাইরন-এর
হোমিও ঔষধ পাওয়া যায়
কেয়ার এণ্ড কিওর হোমিও সেন্টার
গাড়ীঘাট
রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শম্ভুচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

বিবাহ উৎসবে
ভি, ডি ও ক্যাসেট স্যুটিং
এর জন্য যোগাযোগ করুন—
ষ্টুডিও চিত্রশ্রী
রঘুনাথগঞ্জ :: মুর্শিদাবাদ

৭৫শ বর্ষ
৪৬শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ৬ই বৈশাখ বুধবার, ১৩৯৬ সাল।
১৯শে এপ্রিল, ১৯৮৯ সাল।

নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা
বার্ষিক ২০৲

মহকুমাকে ক্ষুদ্র শিল্পের অঞ্চল হিসাবে গড়ে তোলার প্রয়াসে মহকুমা শাসকের তৎপরতা

বিশেষ প্রতিবেদক : জঙ্গিপুর মহকুমার বর্তমান প্রশাসক আর এন শুক্লা ফরাক্কা ব্যারেজ ও এন টি পি সির পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে মহকুমার সর্বত্র ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার ঘটানোর পরিকল্পনা নিচ্ছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গত ৬ এপ্রিল মহকুমা শাসকের দপ্তরে বিভিন্ন এজেন্সির অভিজ্ঞ লোকজন নিয়ে এক আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। তার আগে ৫ এপ্রিল তাঁর দপ্তরে এই ব্যাপারে এক সেমিনারের ব্যবস্থাও হয়। সেমিনারে ডি আই সি, জেলা শাসকের প্রতিনিধি, বিডিও ইত্যাদিদের নিয়ে একটি কমিটি ও এস ডি ওকে চেয়ারম্যান করে ক্ষুদ্র শিল্প প্রসারের জন্য একটি সেল তৈরী হয়। আলোচনা চক্রে যেহেতু জঙ্গিপুর মহকুমা আম চাষের জন্য বিখ্যাত সেহেতু এতদঞ্চলে ফুড প্রসেসিং সেন্টার চালু করার উপর জোর দেওয়া হয়। এন টি পি সি ও ফরাক্কা প্রোজেক্টের অধিকৃত (৩য় পৃঃ দ্রঃ)

রাজ্যে এফ সি আই বাদ, কাজ করবেন খাদ্য দপ্তর

নিজস্ব সংবাদদাতা : খাদ্য দপ্তর সূত্রে জানা যায় গত ১ এপ্রিল থেকে চাল গমের ষ্টোরিং ও বণ্টন নীতি বদল হলো। এই নীতি অনুযায়ী ঠিক হয়েছে পঃ বঃ রাজ্যে ফুড করপোরেশন আর ধান চাল ষ্টোরিং বা হোলসেল ডিষ্ট্রিবিউটারদের বিলি কোন কাজই করতে পারবেন না। এই নতুন পদ্ধতির নাম 'ইন্টার টেক ওভার পলিসি'। এই পদ্ধতি চালু হওয়ায় এখন ইন্টার পুল থেকে চাল ও গম সরাসরি কিনবেন পঃ বঃ সরকারের খাদ্য বিভাগ। সেই চাল গম প্রতি জেলার প্রয়োজন জেনে নিয়ে পরিমাণ মতো পাঠানো হবে জেলা খাদ্য সরবরাহ নিয়ামককে। তিনি মহকুমার পরিমাণ মত প্রতিটি মহকুমায় সেই অনুযায়ী মালগুলি ষ্টোরিং এর ব্যবস্থা করবেন। মালগুলি জমা থাকবে বর্তমান ফুড করপোরেশন গুদাম ঘরগুলিতে, যেগুলির পরিচালন ভার খাদ্য দপ্তরের হাতে এফ সি আই তুলে দেবে। প্রত্যেক মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে মহকুমার প্রয়োজন মাফিক (শেষ পৃঃ দ্রঃ)

সি পি এম প্রধানের কাছে কংগ্রেস তৈরী অফিস ঘর অচ্ছুত

আহিরণ : সুতী ১নং ব্লকের সাদিকপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস ঘরটি ১৯৮৬ সালে প্রায় চৌদ্দ হাজার টাকা ব্যয়ে সজনীপাড়ায় নির্মিত হয়। তখন এই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রশাসন ভার ছিল কংগ্রেসের হাতে। এবার পঞ্চায়েত নির্বাচনে নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা সি পি এম ৮, আর এস পি ৭ এবং কংগ্রেস ৬ হওয়ায় গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্তৃত্ব চলে যায় সি পি এমের হাতে। প্রথম দিন থেকেই প্রধান সজনীপাড়ার অফিস ঘরটি বয়কট করেছেন। সভা সমিতির কাজকর্ম সব কিছুই তিনি সাদিকপুরে নিজের বাসভবনে করছেন। কংগ্রের সদস্যদের কোন আপত্তিই তিনি গ্রাহ্য করেন না। ফলে অনেক জরুরী সভা বিরোধী পক্ষ ছাড়াই চলছে। কংগ্রেস সদস্যরা আরও জানান, সি পি এম প্রধান নাকি তাঁদের বলেছেন, কংগ্রেস নির্মিত অফিস ঘরে তিনি যাবেন না। সাদিকপুর গ্রামে নতুন করে অফিস ঘর নির্মাণ করা হবে। এ ব্যাপারে সদস্যদের পক্ষ থেকে বি ডি ও সুতী ১নং ব্লকের (শেষ পৃঃ দ্রঃ)

পথ অবরোধ ভাঙতে পুলিশী সন্ত্রাস, আহত ২

ধুলিয়ান : গত ১৮ এপ্রিল স্থানীয় স্বাধিকার রক্ষা কমিটির ডাকে বিভিন্ন দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে জামিয়া রাহামানিয়া মাদ্রাসার কাছে সকাল ৮টা থেকে ৩৪নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করা হয়। উল্লেখ্য, সি পি এমের অগণতান্ত্রিক কার্য্যকলাপের প্রতিবাদে ও এ্যাসপণ্ডে শ্রমিক নিয়োগে সি পি এমের দাদাগিরি রুখতে কংগ্রেসসহ অন্যান্য বামপন্থী দল মিলে স্বাধিকার রক্ষা কমিটি গঠন করে। বেশ কিছুদিন ধরে বিভিন্ন দাবী চাওয়া নিয়ে এঁরা আন্দোলন চালাচ্ছিলেন। আন্দোলনের এক পর্য্যায়েই পথ অবরোধ কর্মসূচী গৃহীত হয়। পুলিশ রাস্তা মুক্ত করতে ফাঁকা গুলি, লাঠি চার্জ, কাঁদুনে গ্যাসের শেল ফাটায়। ইউসুফ হোসেন, সুজিত মুন্সী, ষষ্ঠীচরণ ঘোষ, প্রকাশ সিং প্রমুখ বিভিন্ন সংগঠনের (শেষ পৃঃ দ্রঃ)

ধৃত আসামী তিনদিন ছিল কোথায় ?

রঘুনাথগঞ্জ : সম্প্রতি সন্ন্যাসীডাঙ্গার বাস ছিনতাই এর ঘটনায় সাগরদীঘির এনটু সেখ ওরফে নুরুল ইসলামকে রঘুনাথগঞ্জ পুলিশ গ্রেপ্তার করে ও ১১ এপ্রিল কোর্টে চালান দেয়। পুলিশ আরো তদন্ত সাপেক্ষ আসামীকে থানা হাজতে রাখার অনুমতি প্রার্থনা করে কোর্টের আদেশ চায়। কিন্তু এস ডি জে এম সম্পূর্ণ কেস ডায়রী ১৮ এপ্রিল মধ্যে কোর্টে জমা দিতে পুলিশকে আদেশ দেন ও সেদিন আসামীকে পুনরায় থানা হেফাজতে দেওয়া হবে কি না সে সম্বন্ধে বিচার করা হবে বলে জানান। এস ডি জে এম আসামীকে জেল হাজতে রাখার জন্যও এক নির্দ্দেশনামা জারী (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রঃ)

পুনরায় জনতা চা : প্রতি কেজি ২৫-০০টাকা
চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৬ই বৈশাখ বুধবার ১৩৯৬ সাল

নূতন বরষে নূতন ভাবনা

পুরাতন বর্ষ চৈত্রের রাত্রি শেষের স'থে সাথে বিদায় লইয়া বিগত হইল। নূতন বর্ষ নূতন আশা আকাঙ্খার নানাবিধ স্বপ্ন লইয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল, চরৈবেতি, চরৈবেতি মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে। যাহা বিগত তাহা বিগতই। সম্মুখে অগ্রসর হওয়াই মানব জীবনের প্রধান লক্ষ্য হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু বিগত বৎসরগুলির খতিয়ান খুলিয়া হিসাব করিতে বসিলে দেখা যাইবে আমরা বার বার ব্যর্থ হইয়াছি। ব্যর্থ হইয়াছি সাম্প্রদায়িকতা রোধে, ব্যর্থ হইয়াছি বিচ্ছিন্নতাবাদের মোকাবিলা করিতে, ব্যর্থ হইয়াছি সমগ্র দেশকে দেশমাতৃকার অভিন্ন মূর্ত্তিতে প্রতিষ্ঠা করিতে। তাহার কারণ আর কিছুই নহে তাহার কারণ আমাদের চারিত্রিক অবনমন, স্বার্থপরতা, তোষামোদ প্রিয়তা। আমরা মূল খোয়াইয়া বসিয়া আছি। ভিতরের শাঁসটুকু ফেলিয়া দিয়া সর্বকার্য্যেই খোসা লইয়া কাড়াকাড়ি করিতেছি। দুঃখের সহিত দেখিতে পাইতেছি দেশে সকলেই নেতা হইয়াছেন কিন্তু মানুষ রহিয়াছেন কয়জনা। চরিত্রগত দেবত্বে কয়জনের উত্তরণ ঘটিয়াছে? দেশে মনীষীর অভাব নাই, নেতৃত্ব দিবার শক্তির অভাব নাই, মৌলিকতা সৃষ্টির অভাব নাই। অভাব শুধু প্রকৃত মানুষের মনুষ্যত্বের। দাদাঠাকুরের ভাষায় সাবধান বাণী উচ্চারণ করিতে হয়—"যদি তোমাদের লুপ্ত ঐশ্বর্য্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে চাও, যদি দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি চাও, তাহা হইলে আগে চরিত্র সৃষ্টির পন্থা আবিষ্কার কর। জাতির প্রাণ ঐখানেই রহিয়াছে। আগে ভিত্তি সুদৃঢ় কর; নতুবা অট্টালিকার ভার ধারণ করিবে কে? যদি দেশের উন্নতি, জাতির উন্নতি সত্যই চাও, তাহা হইলে পবিত্র চরিত্র সৃষ্টি কর—মানুষ তৈয়ারী কর। ইহাই কর্ত্তব্য কর্ম। কাজের গোড়া হারাইয়াছে, গোঁড়া খুঁজিয়া বাহির কর। দেখিবে মহাপ্রলয়ে দুনিয়া ধ্বংস হইলেও তুমি অচল অটল হইয়া উন্নত শিরে নিত্য অবস্থান করিবে।"

নববর্ষের এই নূতন প্রভাতে বলিতে বাধ্য হইতেছি আমাদের দেশের চিন্তা নায়কেরা অধিকাংশই সততা হারাইয়াছেন। একটা ভীষণ ভণ্ডামীতে আমাদের দেশ পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। নির্লিপ্ত থাকা বরং ভাল কিন্তু ভণ্ডামী বড় ভয়ঙ্কর—বড় অমঙ্গলজনক। ভণ্ডামীর মুখোসে মুখ ঢাকিয়া নেতা হওয়া যায় কিন্তু সত্যকারের কোন কর্মযজ্ঞকে সফলতার পথে আনা যায় না। ভাবের ঘরে চুরি করিলে দেশের দশের উন্নতি আশা করা অলীক কল্পনা মাত্র। দাদাঠাকুরের বাণী পুনরায় স্মরণ করিয়া নববর্ষের প্রথম দিবসকে অভিনন্দিত করিতেছি—সত্য ও প্রেমে নিজেকে ডুবাইতে না পারিলে কোন কার্য্যেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারা যায় না—পরকে আপন করা যায় না। তোতাপাখীর কৃষ্ণনাম উচ্চারণের মত বক্তৃতায় দেশোদ্ধার হয় না। সত্যের সারে কর্ম্মের বীজ বপন করুন, প্রেমের বারিসেকে অচিরাৎ তাহা অঙ্কুরিত হইবে, দেখবেন তাহাতে যে বৃক্ষ উৎপন্ন হইতেছে তাহা কালে এক বিশাল মহীরুহে পরিণত হইবে।

আবোল-তাবোল

ল্যাং

সোল অলিম্পিকের পর এক বিদেশী বন্ধু আমায় প্রশ্ন করেছিলেন, 'এত শত আইটেমের মধ্যে তোমরা একটি পদক পেলে না, আশী কোটি তোমাদের লোক?' আমি মুখ গোঁজ করেছিলুম। বন্ধুটি খোঁচা দেবার চেষ্টায় বললে, 'অমন যে চার লক্ষ মানুষের দেশ সুরিনাম, তারাও সোনার পদক ঝুলোলে। আর তোমাদের প্রতিবেশীও তো খালি হাতে ফেরেনি।' রাগ আর সামলানো গেল না, বলে ফেললুম, 'তোমরা ষড়যন্ত্র করে আমাদের প্রিয় ইভেন্টটাই যদি বাদ দাও, তবে কী আর করা?' বন্ধু জবাব দিলে, 'কী রকম? হকি তো ছিলই, তোমরা সেমিফাইনালেও উঠতে পারলে না।' আমি তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে বলি, 'হেঃ, কে বললে হকি? আমাদের ফেভারিট ইভেন্ট ল্যাং। একবার অলিম্পিকে চালু করে দেখ, ল্যাং মারতে আমরা— মানে ইয়ে বাঙালিরা এমন ওস্তাদ, দশাসই সায়েবদের পটকে দিয়ে নির্ঘাৎ ভিক্‌ট্রিষ্ট্যাণ্ডে উঠব।'

তা নয়তো কী? পারবে কেউ আমাদের সঙ্গে ল্যাং-মারামারির কম্পিটিশানে? ল্যাঙের খেলায় আমাশা-ভোগা বাঙালি হিলহিলে শরীরেই কিস্তিমাৎ করে দেবে। তা নয়, বিশ্বক্রীড়ার আঙিনায় যতসব উদ্ভট খেলা। আরে কী দরকার বাপু অত উঁচু দিয়ে লাফ মারতে যাবার? আছড়ে কোমর ভাঙলে কোন্ বোয়ের পিতা এসে সারিয়ে দেবে? আর ছাব্বিশ মাইল দৌড়েরই বা জীবনে প্রয়োজনটা কিসের? দিব্যি তো বালে বাদুরঝোলা হয়ে একশ মাইল পাড়ি জমাতে পারে বাঙালি। এবং অনেক কম সময়ে। আর জিমন্যাসটিক্‌সে একটা পদকের জন্য দুমড়েমুচড়ে শরীরটার ঐ দুর্গতি না করলেই নয়? সুস্থ শরীরকে খামোকা ব্যস্ত করা! যতোসব উদ্ভুটে ইভেন্ট—ঘুষোঘুষি কর, চিৎপটাং করে দাও, তবে একটা মেডেল। আরে বাবা, আমরা ও-সব হুজ্জোতে যাব কেন? আমরা বুদ্ধ-গান্ধীর দেশের লোক। ধস্তাধস্তি, কিলোকিলিতে কোন আস্থা নেই। আমাদের মেয়েরা অবিশ্যি চুলোচুলিতে বাহাদুর কম নয়, কিন্তু তেমন রসালো বিষয়টিও বাদ! আর জীবনের সর্বস্তরে একান্ত প্রয়োজনীয় এই ল্যাং মারার খেলাটিও ইভেন্টের লিষ্টে বাতিল। ষড়যন্ত্র, ঘোর ষড়যন্ত্র!

আমরা এই খেলায় অহর্নিশি প্র্যাকটিস চালিয়ে পুরো ফিট হয়ে বসে আছি। আর প্রতিযোগিতার ডাকার বেলা কেউ নেই। আসলে সাহেবরা ভীতুর ডিম।

আমাদের দেশে আবালবৃদ্ধবনিতা মেতে উঠেছে এই ল্যাংঙের খেলায়। বাসে ঠাসা ভিড়। আরো পঞ্চাশ জন ষ্ট্যাণ্ডে লড়াই করছি শরীরটাকে গলিয়ে দেবার জন্য। সামনের জনকে একটু লেঙ্গি মেরে হড়কে দিন, আপনিও হ্যাণ্ডেলে মুটোটি সেট করে দিতে পারবেন। আপিসে আপনার সিনিয়ার কর্মীটির নামে চুকলি কাটুন সাহেবের কাছে, তিনি এমন লেঙ্গি খাবেন, প্রমোশানটি আপনার নাকের ডগায় এসে ঝুলবে। পাশের বাড়ির ছেলেটির সরকারি চাকরি পাবার কথা চলছে। দারোগাকে সেলামি দিয়ে দিন তার নামে একটি ক্রিমিন্যাল কেস ঠুকে। পুলিশ-ভেরিফিকেশনে চাকরি গুবলেট হয়ে যাবে। এঁঃ, আপনার ছেলেটি বেকার, রকে বসে বুড়ো আঙুল চুষবে, আর হাবুবাবুর ব্যাটা মাঞ্জা দিয়ে আপিসে বেরবে? গাবুবাবু বহোৎ ধরপাকড় করে উপযুক্ত পণ দেবার কসম খেয়ে মেয়ের জন্য ছেলের বাপকে ফিট করে ফেলেছেন, একটা উড়ো চিঠি ঝেড়ে দিন সেই হবু বেয়ায়ের নামে। সঙ্গে থাক কতগুলো নকল ইয়েপত্র। ব্যস, কামাল! এই ভাবে ল্যাং মারতে মারতে চলেছে বীর বাঙালী। শুধু খেয়াল নেই, এই পাপের জন্য তাদের পেছন থেকে ওপরওলা মোক্ষম ল্যাংটি মেরে রেখেছেন এই জাতটাকেও।

বন্ধুটি আমার লম্বা বক্তিমে শুনে বিশ্বাস করলে ব্যাপারটা। বললে, 'তোমরা এই প্র্যাকটিসের জন্য কত বড়ো স্যাক্রিফাইস করছ। পুরো জাতটাকে নিচে টেনে রাখতে হচ্ছে, তবু তোমরা প্র্যাকটিশ চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। সত্যি তোমরা মহৎ, একেই বলে সাধনা! আমাদের দেশে কেউ উঠলে, আমরা সবাই তাকে ঠেলে তুলেদি, যাতে সে আরো উঠতে পারে। পরস্পরকে ঠেলেঠেলে আমরা আরো উঠে যাচ্ছি। আর তোমরা কেউ একটু উঠবার চেষ্টা করলেই বা করা ঠ্যাং ধরে ঝুলে পড়, থাক ব্যাটা, আমাদের সাথেই। সত্যি, মহান তোমাদের আত্মত্যাগ। দর্শনের বয়ে এ তত্ত্ব বাঁধিয়ে রাখা উচিত।'

বন্ধু একটু দম নিয়ে বললে, (৩য় পৃষ্ঠায়)

জনস্বার্থ বিরোধী ভাষা ও শিক্ষানীতির প্রতিবাদে কনভেনশন

ধুলিয়ান : গত ৯ এপ্রিল কাঞ্চনতলা স্কুলে স্থানীয় শিক্ষা সংকোচন বিরোধী ও স্বাধিকার রক্ষা কমিটির উদ্যোগে জনস্বার্থবিরোধী ভাষা ও শিক্ষানীতির প্রতিবাদে এক শিক্ষা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনে জেলা নেতা কমলকান্তি ঘোষ ও অপূর্ব্ব ব্যানার্জী ছাড়াও স্থানীয় বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ডাঃ কালীকুমার গুপ্ত, অমিয়কুমার রায়, কান্তিকচন্দ্র চৌধুরী, দ্বারিকানাথ দাস ও আবদুস সেখ উপস্থিত ছিলেন। প্রধান বক্তা হিসাবে প্রতিমা সিরাজ বলেন—প্রাথমিক স্তরে ইংরাজী তুলে দিয়ে এবং ডিগ্রী স্তরে ভাষা শিক্ষাকে ঐচ্ছিক করে গুরুত্ব কমিয়ে বামফ্রন্ট সরকার ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছেন। প্রতিটি বক্তাই বলেন মন্ত্রীমহোদয়রা তাঁদের ছেলেমেয়েদের ইংরাজী মাধ্যম স্কুলে লেখাপড়া শেখান। সেইসব স্কুলে পড়াশুনা করে স্বচ্ছল পরিবারের ছেলেমেয়েরা। এদিকে নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েদের সরকারী স্কুলে পড়তে হওয়ায় দুই শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী তৈরী হচ্ছে। সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েরা প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে পিছনে পড়ে যাচ্ছে। তাই সরকারী শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে সকলকে ডাক দেন বক্তারা। তাঁরা আরোও বলেন, বহু ভাষাভাষি এই দেশে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে ইংরাজীই একমাত্র সহজতম ভাষা। অপরদিকে শিক্ষার বুনিয়াদ গড়তে হলে, পড়াশুনার আগ্রহ বাড়াতে পাশফেল প্রথার প্রয়োজন আছে। কিন্তু বর্তমানে নিচের স্তরে পরীক্ষা বা পাশফেল প্রথা রদ করে দেওয়ায় শিক্ষার মান নিম্নগামী হচ্ছে। বক্তারা এ অবস্থার পরিবর্তন দাবী করেন।

আবোল তাবোল

(৪র্থ পাতার পর)

'আচ্ছা ভাই, তোমাদের দেশে একটা অদ্ভুত জিনিষ দেখলুম। লরির পেছনে মাত্র দু'ফুট কাঠের পাঁচিল। তার মধ্যে গুচ্ছের ছাগল ঠেসে কলকাতার কশাইখানায় চালান হচ্ছে। ছাগলগুলো লাফ দিয়ে পালায় না? আমাদের তো খাঁচাগাড়ি! আমি বলি, 'আরে ছাগলগুলো তো বাঙালি। যেই একটা ছাগল পা তুলবে, পাঁচটা ছাগল তাকে ল্যাং মেরে ফেলে দেবে। আমায় কাটবে তো, ও বাঁচবে কেন? যেই একটা লাফ মারার চেষ্টা করবে, অমনি পাশেরটা মারবে তাকে ল্যাং। এবং এই লেঙ্গির খেলা খেলতে খেলতেই কশাইখানায় পৌঁছে যাবে সবাই। একটিও এদিকওদিক হবে না। কেন মিছিমিছি খাঁচার খর্চা?'

—রতন দাস

গড়ে তোলার প্রয়াসে

(১ম পাতার পর)

অঞ্চলে বেশ কিছু ফাঁকা জমি পড়ে রয়েছে। কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে সেগুলিতে ষ্টিল, পেপ্ট, সু, লেদার ট্যানিং ও অন্যান্য ক্ষুদ্র প্রকল্প চালু করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন মহকুমা প্রশাসকের পরিচালিত ঐ স্মল ইণ্ডষ্ট্রীজ সেল। এন টি পি সি কর্তৃপক্ষও সর্ব প্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন এবং প্ল্যান্টের পরিত্যক্ত এ্যাশপণ্ডের এ্যাশ নিয়ে চিমনীর ইট তৈরীর কারখানা করার জন্য ব্যক্তিগত বা যৌথভাবে ক্ষুদ্র শিল্প মালিকদের এগিয়ে আসতে বলেন। তাঁরা প্রতিশ্রুতি দেন সেক্ষেত্রে উৎপাদিত সমস্ত ইট তাঁরা কিনে নেবেন। এস ডি ও জানান, ক্ষুদ্রশিল্প ইউনিটের স্কীমে ব্যক্তিগতভাবে কাজ শুরুর জন্য ৫ থেকে ৩৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত লোন দেবার বন্দোবস্ত করা হবে। তিনি আরো জানান, সমবায় ভিত্তিতে কাজ করানোর পক্ষপাতী তিনি নন। কেননা এ অঞ্চলে কোন সমবায় প্রতিষ্ঠানই লাভজনক বলে নিজেদের প্রমাণ করতে সক্ষম হননি। শিল্পের প্রধান সহায় বিদ্যুৎ। তাই রাজ্য বিদ্যুৎ দপ্তরের কাছে চিঠি দিয়ে মহকুমা শাসক জানতে চেয়েছেন এ ব্যাপারে তাঁরা কোন বিশেষ ব্যবস্থা করতে পারবেন কিনা। উল্লেখ্য, এ ব্যাপারে স্থানীয় কংগ্রেসের তরফে সুতীর প্রাক্তন বিধায়ক মহঃ সোহরাব গত ১৯৮৭ সালের ১৭ নভেম্বর ফরাক্কায় ১নং জাতীয় জলপথ উদ্বোধনের প্রাক্কালে যে ছ'দফা দাবী রাখেন তার অন্যতম দাবীই ছিল মহকুমায় একটি ম্যাঙ্গোপ্রসেসিং সেন্টার চালু করার ব্যবস্থা নেওয়া। আমাদের পত্রিকায় গত ১৮ নভেম্বর ১৯৮৭ এ খবর প্রকাশিত হয়। আমাদের পত্রিকায় ২ ডিসেম্বর প্রকাশিত সংবাদ শিরোনামা 'এন টি পি সি প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতি পরিবারের একজনকে চাকরী দিতে হবে' প্রসঙ্গে এন টি পি সি কর্তৃপক্ষের এক প্রতিবেদনে তাঁরা জানান, এ দাবী মেনে নেওয়া প্রকল্পের ক্ষেত্রে সম্ভব নয়, তবে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব যদি এ অঞ্চলে আনুষঙ্গিক শিল্প প্রসার ঘটিয়ে কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে ফরাক্কাকে শিল্প নগরী হিসাবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন ওয়েষ্ট বেঙ্গল ইনড্রাসট্রিয়াল ইনসট্রাক্টার ডেভেলাপমেন্ট করপোরেশন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ ব্যাপারে কোন রূপরেখা আজও তাঁরা প্রস্তুত করেননি। মহকুমা শাসকের ব্যক্তিগত উদ্যোগে যদি করপোরেশন উক্ত পরিকল্পনার রূপরেখা প্রস্তুতিতে তৎপর হন তবে এই মহকুমায় খুব তাড়াতাড়ি ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশ ঘটবে ও মহকুমায় কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়ে বেকার সমস্যার সমাধানে সাহায্য করবে বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করেন।

পথ নাটিকার নাট্যকার সফদার হাসমীর স্মরণ সভা

ফরাক্কা : গত ১২ এপ্রিল প্রখ্যাত পথ নাট্যকার সফদার হাসমীর স্মরণ সভার অনুষ্ঠান করেন ব্যারেজের সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলি। প্রভাতফেরী, পথসভা, পথ নাটক প্রদর্শনী মাধ্যমে সারাদিন ধরে চলে অনুষ্ঠানের কর্মসূচী। ঐ দিন সন্ধ্যায় রঘুনাথগঞ্জ শহরেও গণতান্ত্রিক লেখক সমিতির উদ্যোগে সফদার হাসমীর স্মরণে এক মিছিল শহর পরিক্রমা করে।

শ্রমিক ইউনিয়ন অফিস উদ্বোধন

নবারুণ পয়েন্ট : গত ১২ এপ্রিল এখানে আই এন টি ইউ সি সমর্থিত শ্রমিক ইউনিয়ন অফিস গৃহ 'ইন্দিরা ভবন' এর উদ্বোধন করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি এ, বি, এ, গনিখান চৌধুরী। অনুষ্ঠানে কয়েকশো লোকের সমাগম হয়।

ডাঃ হেডগেওয়ারের জন্ম শতবার্ষিকী

ধুলিয়ান : গত ৯ এপ্রিল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ বলিরাম হেডগেওয়ারের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে আজ সকালে এখানে হিন্দু মিলন মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিকালে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কৃতি প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করা হয়। ভারতবর্ষে বর্তমানে হিন্দু সমাজের ঘোর সংকট এবং পুনর্জাগরণের হুঁশিয়ারী দিয়ে বক্তব্য রাখেন চিত্ত মুখোপাধ্যায়। উল্লেখ্য, সম্প্রতি কাটরা মসজিদ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বছরে একদিন কাটরা মসজিদে নমাজ পড়তে দেবার দাবী সমর্থন করেন।

দুই শ্রমিক সংগঠনে সংঘর্ষ

নবারুণ পয়েন্ট : সম্প্রতি ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া কোম্পানীতে লোকনিয়োগ নিয়ে আই এন টি ইউ সি ও সিটু সংগঠনের মধ্যে এন টি পি সির প্ল্যান্ট সাইডে এক সংঘর্ষে সিটুর তিনজন সদস্য ও কোম্পানীর তিনজন কর্মী আহত হন। কোম্পানী আই এন টি ইউ সিকে দায়ী করে থানায় এক অভিযোগ দায়ের করেন এবং ১৩ জন আই এন টি ইউ সি সমর্থক কর্মীকে সাসপেণ্ড করেন। পুলিশ গণ্ডগোল সৃষ্টির অভিযোগে ১ জন আই এন টি ইউ সির নেতাকে গ্রেপ্তার করে ও পরে তাঁকে ব্যক্তিগত জামিনে মুক্তি দেয়। এখনও ডাইরী প্রত্যাহৃত হয়নি বা ১৩ জন কর্মীর উপর থেকে সাসপেনসন আদেশ তুলে নেওয়া হয়নি বলে জানা যায়।

লরি থেকে দশ হাজার টাকা লুট

ধুলিয়ান ঃ গত ১৪ এপ্রিল নব-বর্ষের দিন ধুলিয়ান থেকে ২৫/৩০ জন যাত্রী ১টি ট্রাকে (ORS 7471) পাকুড় যাচ্ছিল। পথে এক সাঁকোর কাছে যাত্রীদের মধ্য থেকে ৩/৪ জন দুর্বৃত্ত অস্ত্র দেখিয়ে একজনের কাছ থেকে দশ হাজার টাকা কেড়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। এখনও কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

কাজ করবেন খাদ্য দপ্তর

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হিসাব মত চাল ও গমের মূল্য এফ সি আই এর নামে ড্রাফটে জমা দিতে হবে খাদ্য দপ্তরকে। এর পর চাল ও গম ডিষ্ট্রীবিউটারদের বিলি করবেন স্থানীয় খাদ্য বিভাগ ঐ সব ষ্টোরিং গুদাম থেকে। পঃ বঃ সরকার মনে করেন এই পদ্ধতি চালু হওয়ার ফলে ধান চালের বিক্রয় মূল্য ভবিষ্যতে কিছু কম হতে পারে। কেন না মিডিয়াম হিসাবে ফুড করপোরেশন যে লভাংশ পেতেন তা আর দিতে হবে না। তার উপর খাদ্য দপ্তর দেখে শুনে মাল খরিদ করতে পারায় অখাদ্য চাল গম রেশনে সরবরাহের সুযোগ কমবে। আর যদি খারাপ চাল গম আসেও সেক্ষেত্রে সরাসরি পঃ বঙ্গের মানুষ সরকারকে দায়ী করতে পারবেন।

তিনদিন ছিল কোথায়?

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করেন। কিন্তু আসামীকে জেল হাজতে পাঠান হয় না বলে খবর রটে। জানা যায় সব জানাজানি হয়ে যাওয়ায় পুলিশ গত ১৩ এপ্রিল আসামীকে জেলারের হাতে তুলে দেয়। প্রশ্ন জাগে ১১ থেকে ১৩ পর্য্যন্ত আসামী কোথায় ছিল এবং হাকিমের আদেশ পালন না করার মত দুঃসাহস দেখানোর পিছনে রহস্যই বা কি?

কংগ্রেস তৈরী অফিস ঘর

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কাছে লিখিত অভিযোগও গত ডিসেম্বরে করা হয়েছে বলে জানা যায়। কিন্তু সংবাদ প্রকাশ হওয়ার সময় পর্যন্ত এর কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

পথ অবরোধ ভাঙতে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নেতাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। পুলিশের লাঠির আঘাতে মুসলীম লীগের বরজাহান আলি ও হোসেন আলি গুরুতর আহত হন। তাঁদের অনুপনগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। পুলিশ মোট ৩১ জনকে গ্রেপ্তার করে সুতী ও রঘুনাথগঞ্জ থানায় আটক রাখে।

অরঙ্গাবাদে বিশ্বহিন্দু পরিষদের সম্পাদক

অরঙ্গাবাদ ঃ ভারত সেবাশ্রম সংঘ পরিচালিত হিন্দু মিলন মন্দিরে গত ১২ থেকে ১৫ এপ্রিল হিন্দুধর্ম সংস্কৃতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে বিশ্বহিন্দু পরিষদের সর্ব ভারতীয় সম্পাদক বালকৃষ্ণ নায়েক (কেষ্টদা) বক্তব্য রাখেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে হিন্দু জাত গঠনে শক্তি সাধনার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেন। যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদক প্রণবেশ চক্রবর্তী ভারতবর্ষের ধর্মশিক্ষা ও রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি তাঁর চীন ভ্রমণ ও কুম্ভ মেলা পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, এ বছর কুম্ভমেলায় বনবাসী সম্প্রদায়ের যোগদান ও তাঁদের স্বজাতীয় গীতি ও শোভাযাত্রা উপস্থিত তীর্থ যাত্রীদের পরম আনন্দ দান করে।

কিনুন
আপনার সব সময়ের সব চাইতে পছন্দের

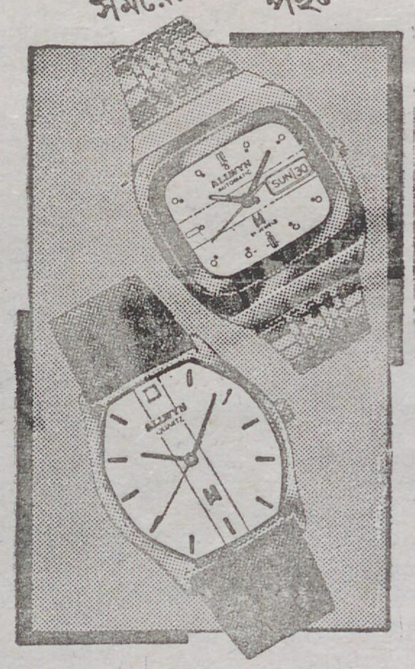

অলউইন ঘড়ি
সিকো
লাইসেন্সে প্রস্তুত
• দম দেওয়া • স্বয়ংক্রিয় • কোয়ার্টজ
অনুমোদিত ষ্টকিষ্ট ঃ
সাহা ওয়াচ কোম্পানী
ফুলতলা মোড়
রঘুনাথগঞ্জ ঃ মুর্শিদাবাদ

সি পি এম নেতা মানস পাণ্ডে দল থেকে বেরিয়ে এলেন

জঙ্গিপুর ঃ রঘুনাথগঞ্জ-২ নং ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত দপ্তরের সদস্য ও মিঠিপুরের প্রাক্তন সি পি এম প্রধান মানস পাণ্ডে ঐ পদ ও দলের সদস্য পদ ত্যাগ করেন বলে খবর। প্রকাশ, তিনি তাঁর পদত্যাগ পত্র দলীয় নেতৃত্ব ও মহকুমা শাসকের কাছে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু পদত্যাগের কোন কারণ না দেখানোই মহকুমা শাসক পূর্ত দপ্তরের সদস্য পদ থেকে অব্যাহতি দেবার পূর্বে পদত্যাগের কারণ জানতে চেয়ে তাঁকে চিঠি দিয়েছেন। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়, পঞ্চায়েত সমিতির বর্তমান সভাপতির সাথে মন কষাকষিই তাঁর পদত্যাগের প্রধান কারণ। তবে দলীয় সূত্রে প্রকাশ, শ্রীপাণ্ডে বেশ কিছুদিন ধরে পার্টির পরিপন্থী কাজ করছেন এবং স্থানীয় এক কংগ্রেস নেতার সঙ্গে হাত মিলিয়ে পার্টির সুনাম নষ্ট করার মত কাজ করে চলেছেন।

জলে ডুবে কিশোরীর মৃত্যু

জঙ্গিপুর ঃ গত ১৪ এপ্রিল মিঠিপুর অঞ্চলের পুকুরকোণা গ্রামের এক কিশোরী জলে ডুবে মারা যায়। খবরে প্রকাশ, দুপুরে গ্রামের প্রাচীন পুষ্করিণীতে স্নান করতে নামলে পুরোনো সিঁড়ির ফাটলে চাপা পড়ে কিশোরীটির মৃত্যু ঘটে।

যৌতুকে VIP
সকল অনুষ্ঠানে VIP
ভ্রমণের সাথী VIP
এর জুড়ি কি আর আছে!
সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের
VIP সেন্টারে
এজেন্ট
প্রভাত ষ্টোর (দুলুর দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড
কলকাতা ॥ নিউ দিল্লী

সুযোগ নিন। এখন থেকে ঘরে বসেই আপনার দেয় করের (Tax) রিটার্ণ, আইনানুগ হিসাব (Accounts) সংরক্ষণ এমন কি অডিট করিয়ে নিন।
যোগাযোগ—
শঙ্খনাথ চ্যাটার্জী
প্রযত্নে বিশ্বপতি চ্যাটার্জী
পাকুড়তলা ॥ রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত